

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ(পিজিসিবি) লিঃ

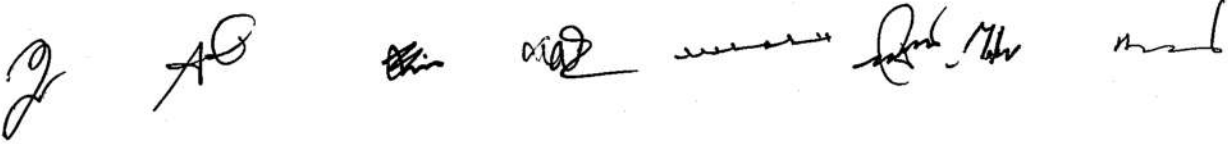
১। ভূমিকাঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশ গড়ার লক্ষ্যে ডিজিটাল সরকার, কানেক্টিভিটি ও অবকাঠামো, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি সম্প্রসারণের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা দেন যা ইতোমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের কোটা থেকে বেরিয়ে এসে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। সাফল্যের এই ধারায় উজ্জীবিত হয়ে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০' অর্জনের মাধ্যমে সকলের জন্য টেকসই ভবিষ্যৎ অর্জনের পরিকল্পনায় এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদায় উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে চরম দারিদ্র্যের বিলুপ্তিসহ উচ্চ-আয়ের উন্নত দেশে রূপান্তরিত হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প-২০২১ এর সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় সরকার এখন ২০৪১ সালের মধ্যে উদ্ভাবনী ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অত্যাধুনিক পাওয়ার গ্রিড, গ্রিন ইকোনমি, দক্ষতা উন্নয়ন, ফিল্যান্ডিং পেশাকে স্বীকৃতি প্রদান এবং নগর উন্নয়নে কাজ করছে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ৩য় শিল্প বিপ্লব যুগ পেরিয়ে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে পদার্পণ করেছে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের আওতায় "জ্ঞান ও কৃতিত্ব বুদ্ধিমত্তা" ভিত্তিক কম্পিউটিং প্রযুক্তি, ড্রোন, ন্যানো প্রযুক্তি, বিগ ডাটা, ক্লাউড কম্পিউটিং, ইন্টারনেট অব থিংস, ব্লকচেইন টেকনোলজি, সাইবার সিকিউরিটি, প্রিডি প্রিন্টিং, অটোনোমাস রোবট ও ডাটা সাইন্স ইত্যাদির ব্যবহার লক্ষণীয়। এর প্রেক্ষিতে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামে এপ্রিল, ২০২০ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই ডিসেম্বর ২০২২ সালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের (বিআইসিসি) অনুষ্ঠানে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২২ উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে সর্বপ্রথম 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার কথা বলেন এবং আগামী ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে পিজিসিবি'র ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার সূচক নং ৬.১ অনুযায়ী পিজিসিবি'তে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া, ৪র্থ শিল্প বিপ্লব যুগের সাথে তাল মিলিয়ে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পিজিসিবি এই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।



২. কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটিঃ

পিজিসিবি'র নিম্নোক্ত ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেঃ

ক্রম	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তর	কমিটিতে অবস্থান
১	জনাব বি.এম. মিজানুল হাসান, প্রধান প্রকৌশলী, সিস্টেম অপারেশন	আহ্বায়ক
২	জনাব মীর মোতাহার হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গ্রিড সার্কেল-ঢাকা (উত্তর)	সদস্য
৩	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক (পারফরমেন্স), পারফরমেন্স সেল অনুশাখা	সদস্য
৪	জনাব মোস্তফা মোশাররফ খালিদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, এমআইএস	সদস্য
৫	জনাব মোঃ রিয়াজ আহম্মদ, ব্যবস্থাপক, কর্পোরেট হিসাব	সদস্য
৬	জনাব আছাদুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, সিস্টেম প্ল্যানিং	সদস্য
৭	জনাব সালেহ মোঃ জসিম, নির্বাহী প্রকৌশলী, আইসিটি	সদস্য
৮	জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, আইসিটি	সদস্য সচিব

৩। পিজিসিবি'র কার্যক্রম ও স্মার্ট বাংলাদেশঃ

জাতীয় পাওয়ার গ্রিডের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী মান সম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন নিশ্চিত করছে পিজিসিবি। তাই তথ্যপ্রযুক্তির সাথে সমন্বয় করে সঞ্চালন অবকাঠামো নির্মাণ, উপাত্ত নির্ভর (data driven) ডেটা কেন্দ্রিক পরিচালন ও প্রযুক্তি-দক্ষ (Tech-savvy) জনবল তৈরি করে সর্বশেষ তথ্যপ্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে সকল স্টেইকহোল্ডারের কাছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং উন্নত সেবা প্রদান করে স্টেইকহোল্ডারদের সন্তুষ্টি অর্জনই পিজিসিবি'র মূল উদ্দেশ্য। দেশের অর্থনীতি, পরিবেশ, এবং জনগণের জীবনমানের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সহায়ক হিসেবে পাওয়ার গ্রিডের ভূমিকা নিম্নরূপঃ

বিদ্যুৎ সরবরাহের নিরবিচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করা: স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে গেলে নিরবিচ্ছিন্ন ও নিরাপদ বিদ্যুৎ সরবরাহ অত্যন্ত জরুরি। পাওয়ার গ্রিড বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ দেশব্যাপী বিদ্যুতের সঞ্চালন করার মাধ্যমে শিল্প, বাণিজ্য, ও গৃহস্থালি কার্যক্রম সুচারু রাখে।

স্মার্ট গ্রিড প্রযুক্তি ব্যবহার ও বাস্তবায়ন: প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের সাথে সাথে জাতীয় পাওয়ার গ্রিডের আধুনিকীকরণ জরুরি। স্মার্ট গ্রিড প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সমঞ্জস্য স্থাপন, বিদ্যুৎ লোড ম্যানেজমেন্ট, এবং সিস্টেম লসের পরিমাণ কমানো সম্ভব হয়।

রিনিইউএবল শক্তির সমন্বয়: স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে পরিবেশ সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। পাওয়ার গ্রিড সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, এবং হাইড্রোপাওয়ার এর মতো রিনিইউএবল শক্তির উৎসগুলিকে একীভূত করে শক্তি মিশ্রণে বৈচিত্র্য আনতে পারে। এটি শক্তি নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে এবং কার্বন নির্গমন হ্রাস করায়।

বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের দীর্ঘস্থায়িত্ব বৃদ্ধি: স্মার্ট গ্রিড প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ বিতরণের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, যা সিস্টেম লসের পরিমাণ কমায় এবং এনার্জি ইফিসিয়েন্সি বাড়ায়। এটি বিদ্যুৎ খরচ হ্রাস করে এবং সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার নিশ্চিত করে।

পাওয়ার গ্রিডের আধুনিকীকরণ এবং স্মার্ট গ্রিড প্রযুক্তির বাস্তবায়ন বাংলাদেশের স্মার্ট উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণে অপরিহার্য। এ লক্ষ্য পূরণে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সঞ্চালন ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ স্ক্যাডা (সুপারভাইজারি কন্ট্রোল অ্যান্ড ডাটা অ্যাকুইজিশন) সিস্টেমকে আরো যুগোপযোগী করা লক্ষ্যে Artificial Intelligence & Data Driven হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে পিজিসিবিতে। স্থাপন করা হচ্ছে অত্যাধুনিক স্মার্ট মিটার, ফল্ট ডিটেকশন সিস্টেম, PMU (Phasor Measurement Unit), STATCOM(Static Synchronous Compensator), CREM(Centralized Renewable Energy Management) Center, Grid Simulation Facility Lab। চালু করা হচ্ছে ড্রোন ভিত্তিক ট্রান্সমিশন লাইন ও টাওয়ার ইন্সপেকশন ও মেইন্টেন্যান্স প্রভৃতি। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পিজিসিবির বিদ্যমান ইউনিফাইড কমিউনিকেশন সিস্টেম ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক (OPGW) এর সক্ষমতা ও কার্যকারিতা আরো শক্তিশালী করছে। কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের বিভিন্ন অংশে একাধিক Redundant Path তৈরি করার মাধ্যমে ডাটা সার্ভিসের নিরবচ্ছিন্নতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সনাতন SDH (Synchronous Digital Hierarchy) Circuit Switching Telecom Equipment এর পরিবর্তে আধুনিক MPLS-TP (Multi-Protocol Label Switching - Transport Profile) enabled Packet Switching Telecom Equipment স্থাপন করার মাধ্যমে কমিউনিকেশন সিস্টেমকে আরো ব্যান্ড-উইডথ ইফিসিয়েন্ট ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসাবে 'ডিজিটাল পিজিসিবি'-তে রূপান্তরে সফলভাবে কাজ করেছে। ইআরপি ও ওয়েব বেজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম যেমনঃ নিয়োগ কার্যক্রম, পারসোনেল এডমিনিস্ট্রেশন, এসেট ম্যানেজমেন্ট, একাউন্টিং, নিলাম কার্যক্রম, সাবস্টেশন বা লাইন আউটেজ এপ্রভাল, ইকুইপমেন্ট হেলথ মনিটরিং, ডিজিটাল পারসোনেল ফাইল আর্কাইভ, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন, সকল ধরনের ক্রয়কার্য সম্পাদন, ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল ফোনবুক, লগবুক অটোমেশন, জেনারেশন শিডিউলিং, মিটিং ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় সরকার এখন ২০৪১ সালের মধ্যে উদ্ভাবনী ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করছে। ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিভিত্তিক, জ্ঞানভিত্তিক এবং উদ্ভাবনী বাংলাদেশ। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সরকার প্রণয়ন করেছে "প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ যার ভিত্তিমূলে রয়েছে দুটি প্রধান অভীষ্ট:

(ক)	২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে বর্তমান মূল্যে মাথাপিছু আয় হবে ১২,৫০০ মার্কিন ডলারেরও বেশি এবং যা হবে ডিজিটাল বিশ্বের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।
(খ)	বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীতের ঘটনা।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গঠিত "স্মার্ট বাংলাদেশ টাঙ্কফোর্স" চারটি স্তম্ভকে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এগুলো হচ্ছে-

- (ক) স্মার্ট নাগরিক
- (খ) স্মার্ট অর্থনীতি
- (গ) স্মার্ট সরকার
- (ঘ) স্মার্ট সমাজ

স্মার্ট নাগরিক ও স্মার্ট সরকার এর মাধ্যমে সব সেবা এবং মাধ্যম ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হবে। আর স্মার্ট সমাজ ও স্মার্ট অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করলে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

"স্মার্ট বাংলাদেশ টাঙ্কফোর্স" স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি স্তম্ভের বিভিন্ন সূচক নির্ধারণ করেছে এবং সূচকসমূহের স্বল্পমেয়াদী (২০২৫ সাল), মধ্যমেয়াদী (২০৩১ সাল) ও দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১ সাল) লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করেছে।

৪. স্মার্ট পিজিসিবি বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনাঃ

স্তম্ভ সমূহ	সাল	সূচক	লক্ষ্যমাত্রা
স্মার্ট নাগরিক	২০২৫	■ পিজিসিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীগনকে আইটি এবং স্মার্ট প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।	৫০%
	২০৩১	■ পিজিসিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীগনকে আইটি এবং স্মার্ট প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।	১০০%
		■ পিজিসিবি'র কর্মকর্তাগনকে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।	৫০%
		■ পিজিসিবি'র কর্মকর্তাগনকে ৪র্থ শিল্পবিপ্লব সংশ্লিষ্ট সকল টেকনোলজীসমূহের প্রশিক্ষণ প্রদান।	২৫%
	২০৪১	■ পিজিসিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীগনকে আইটি এবং স্মার্ট প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।	১০০%
		■ পিজিসিবি'র কর্মকর্তাগনকে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।	১০০%
■ পিজিসিবি'র কর্মকর্তাগনকে ৪র্থ শিল্পবিপ্লব সংশ্লিষ্ট সকল টেকনোলজীসমূহের প্রশিক্ষণ প্রদান।		১০০%	
স্মার্ট অর্থনীতি	২০২৫	■ ক্যাশলেস ফাইন্যান্সিয়াল ট্রান্সেকশন ব্যবস্থা চালুকরণ	১০%
		■ এনহান্সড সিকিউর পেমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ	৫%
	২০৩১	■ ক্যাশলেস ফাইন্যান্সিয়াল ট্রান্সেকশন ব্যবস্থা চালুকরণ	১০০%
		■ এনহান্সড সিকিউর পেমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ	২৫%
		■ সেন্ট্রাল একাউন্টিং এন্ড এসেট সিস্টেম	১৫%
	২০৪১	■ এনহান্সড সিকিউর পেমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ	১০০%
■ সেন্ট্রাল একাউন্টিং এন্ড এসেট সিস্টেম		১০০%	
স্মার্ট সরকার	২০২৫	■ PMU ও STATCom স্থাপন	৫%
		■ শক্তিশালী ও কার্যকরী আইটি ইউনিট গঠন	৫০%
		■ আইসিটি পলিসি প্রণয়ন ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ	২৫%
		■ ডোনভিভিক লাইন ইমপেকশন সিস্টেম	১৫%
		■ কম্পিউটারাইজড মেইন্ট্যান্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	১৫%
		■ NLDC ব্যাক-আপ কন্ট্রোল সেন্টার আপগ্রেডেশন	৯০%
		■ Weather Data নির্ভর এনহান্সড লোড ফোরকাস্টিং (১৮ টি ওয়েদার স্টেশন স্থাপন)	৮০%



	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fault Prediction (Real Time Contingency Analysis) ৬০% ▪ Enhanced Monitoring of Power System by upgrading ALDC (Area Load Despatch Center) ১০% ▪ Transition of AGC from Advisory Mode to Active Mode ১০% ▪ Load Shadding Management ৬০% ▪ Generation Reserve Monitoring ৬০% ▪ Telecom System Upgradation (transition from circuit switching to bandwidth efficient packet switching technology) ৫% ▪ IP Phone system upgradation (with Video Calling Features) ১০% 	
২০৩১	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PMU ও STATCom স্থাপন ২৫% ▪ CREM Center স্থাপন ২৫% ▪ আইসিটি পলিসি প্রণয়ন ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ১০০% ▪ ডোনভিভিক লাইন ইমপেকশন সিস্টেম ৫০% ▪ কম্পিউটারাইজড মেইনট্যান্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ৫০% ▪ শক্তিশালী ও কার্যকরী সাইবার নিরাপত্তা ইউনিট গঠন ১০০% ▪ সাইবার সিকিউরিটি পলিসি বাস্তবায়ন ও অডিট সম্পন্নকরণ ১০০% ▪ স্মার্ট ট্রান্সমিশন লাইন ইমপেকশন অ্যান্ড এনালাইসিস সিস্টেম ১৫% ▪ NLDC ব্যাক-আপ কন্ট্রোল সেন্টার আপগ্রেডেশন ১০০% ▪ Weather Data নির্ভর এনহান্সড লোড ফোরকাস্টিং (১৮ টি ওয়েদার স্টেশন স্থাপন) ১০০% ▪ Fault Prediction (Real Time Contingency Analysis) ১০০% ▪ Enhanced Monitoring of Power System by upgrading ALDC (Area Load Despatch Center) ১০০% ▪ Transition of AGC from Advisory Mode to Active Mode ৬০% ▪ Load Shadding Management ১০০% ▪ Generation Reserve Monitoring ১০০% ▪ Telecom System Upgradation (transition from Circuit switching to bandwidth efficient packet switching technology) ৩০% ▪ IP Phone system upgradation (with Video Calling Features) ১০০% 	
২০৪১	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PMU ও STATCom স্থাপন ১০০% ▪ CREM Center স্থাপন ১০০% ▪ ডোনভিভিক লাইন ইমপেকশন সিস্টেম ১০০% ▪ কম্পিউটারাইজড মেইনট্যান্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ১০০% ▪ স্মার্ট ট্রান্সমিশন লাইন ইমপেকশন অ্যান্ড এনালাইসিস সিস্টেম ১০০% ▪ স্মার্ট ইমপ্লিমেন্টেশন অব ডেইলি ডিমান্ড এন্ড ফোরকাস্টিং সিস্টেম ১০০% ▪ Transition of AGC from Advisory Mode to Active Mode ১০০% 	



		▪ Telecom System Upgradation (transition from Circuit switching to bandwidth efficient packet switching technology)	
স্মার্ট সমাজ	২০২৫	▪ ডিজিটাল ফোনবুক	১০০%
		▪ মিটিং ভার্সুয়ালাইজেশন	২৫%
	২০৩১	▪ মিটিং ভার্সুয়ালাইজেশন	৫০%
		▪ পেপারলেস অফিস ব্যবস্থাপনা	২৫%
	২০৪১	▪ মিটিং ভার্সুয়ালাইজেশন	১০০%
		▪ পেপারলেস অফিস ব্যবস্থাপনা	১০০%

৫. স্মার্ট পিজিসিবি বাস্তবায়নে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহঃ

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্মার্ট পিজিসিবি গড়ে তুলতে হলে পিজিসিবির তরুণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে চলমান নানা প্রতিবন্ধকতা নিরসনের জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। তবেই ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট পিজিসিবি'র বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। স্মার্ট পিজিসিবি বাস্তবায়নে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

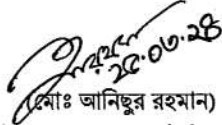
(ক)	ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি: স্মার্ট পিজিসিবি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হল ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি। স্মার্ট পিজিসিবি গড়ার জন্য ডিজিটাল অবকাঠামো এবং প্রযুক্তিকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর জন্য সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের প্রয়োজনীয় দক্ষতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই বিভাজন মোকাবিলা করা প্রয়োজন।
(খ)	সাইবার নিরাপত্তা: স্মার্ট পিজিসিবি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান উদ্বেগ হলো গোপনীয়তা এবং ডেটা নিরাপত্তা। বিপুল পরিমাণ ডেটা সংগ্রহ এবং ব্যবহার ডেটার গোপনীয়তা ও সুরক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে। পিজিসিবির বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ইকুইপমেন্ট, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখতে এবং সাইবার আক্রমণ প্রতিরোধে শক্তিশালী ডেটা সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা অপরিহার্য।
(গ)	প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি: প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে পিজিসিবির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। অনেকের মধ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষরতা না থাকায় এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পিজিসিবির প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে অবশ্যই ডিজিটাল স্বাক্ষরতা এবং প্রযুক্তি-সম্পর্কিত দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অগ্রগামী হতে হবে যাতে পিজিসিবির কর্মশক্তি সহজেই স্মার্ট প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারে।
(ঘ)	পরিবেশগত প্রভাব: টেকসই স্মার্ট উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। যদিও প্রযুক্তি নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে, এটি অবশ্যই পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল পদ্ধতিতে করতে হবে। পিজিসিবিকে অবশ্যই তার স্মার্ট উদ্যোগের পরিবেশগত প্রভাব কমানোর জন্য পরিবেশ বান্ধব সমাধান এবং নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
(ঙ)	দুর্নীতি: স্মার্ট পিজিসিবি গড়ার সাফল্য নির্ভর করে কার্যকর প্রশাসন এবং দুর্নীতি পরিহারের ওপর। স্বচ্ছ ক্রয় প্রক্রিয়া, জবাবদিহিতা এবং একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রক কাঠামো প্রতিষ্ঠা অব্যবস্থাপনা রোধ করতে এবং স্মার্ট প্রকল্পগুলি তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করে তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ।
(চ)	FGMO ও AGC বাস্তবায়নঃ স্মার্ট পাওয়ার গ্রিড বাস্তবায়নের জন্য সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আবশ্যিকভাবে FGMO ও AGC বাস্তবায়ন অপরিহার্য। কাজেই সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে FGMO ও AGC বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
(ছ)	জনবল স্বলপতাঃ স্মার্ট পিজিসিবি গড়ার সাফল্য নির্ভর করবে তার জনবলের উপর। পর্যাপ্ত জনবল নিশ্চিত করা আবশ্যিক।
স্মার্ট পিজিসিবি গড়ার যাত্রায় রয়েছে অপার প্রতিশ্রুতি এবং সম্ভাবনা। সুবিধাগুলি স্পষ্ট: উন্নত ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সংগঠন, গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন, স্বচ্ছ শাসন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং আরও অনেক কিছু। স্মার্ট পিজিসিবি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে সরকার, পিজিসিবি কর্তৃপক্ষ, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন যার মাধ্যমে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির একটি নতুন যুগের সূচনা করতে পারে।	



৬. সুপারিশঃ

স্মার্ট পিজিসিবি তথা স্মার্ট পিজিসিবি বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রতিপালন করা যেতে পারে।

- ক) ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী টেকনোলজি সংক্রান্ত কার্যক্রম এপিপি তে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- খ) প্রকল্প গ্রহণকালে ডিজাইন ফেজে টেকনোলজি বিবেচনা করে প্রকল্পের ডিজাইন ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা যেতে পারে।
- গ) চলমান প্রকল্পসমূহে স্মার্ট টেকনোলজি অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হলে তা মডিফিকেশন করা যেতে পারে।
- ঘ) সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা যেতে পারে।
- ঙ) স্মার্ট পিজিসিবি গঠনে স্মার্ট জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করা যেতে পারে।


(মোঃ আনিছুর রহমান)

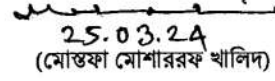
সদস্য সচিব, ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি
ও উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, আইসিটি


(আছাদুজ্জামান)

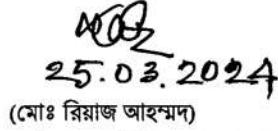
সদস্য, ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি
ও নির্বাহী প্রকৌশলী, সিস্টেম প্ল্যানিং


(সালেহ মোঃ জসিম)

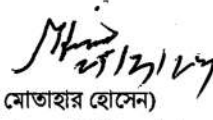
সদস্য, ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি
ও নির্বাহী প্রকৌশলী, আইসিটি


(মোস্তফা মোশাররফ খালিদ)

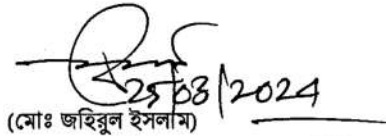
সদস্য, ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি
ও নির্বাহী প্রকৌশলী, এমআইএস


(মোঃ রিয়াজ আহম্মদ)

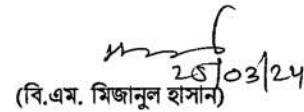
সদস্য, ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি
ও ব্যবস্থাপক, কর্পোরেট হিসাব


(মীর মোতাহার হোসেন)

সদস্য, ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি
ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গ্রিড সার্কেল-ঢাকা (উত্তর)


(মোঃ জাহিরুল ইসলাম)

সদস্য, ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি
ও ব্যবস্থাপক (পারফরমেন্স), পারফরমেন্স সেল অনুশাখা


(বি.এম. মিজানুল হাসান)

আহ্বায়ক, ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি
ও প্রধান প্রকৌশলী, সিস্টেম অপারেশন